রবিবার ১৭ আষাঢ় ১৪১৯
১ জুলাই ২০১২
দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

অসময়ে ফুলকপির চাষ

● আবু সালে মো. ফাত্তাহ ●

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার জয়নগর গ্রামের আব্দুল বারী ওরফে কপিবারী। অসময়ে ফুলকপি চাষ করে বনে গেছেন লাখপতি। এলাকার সবাই কাছে পরিচিত কপিবারী হিসেবে। 'জয়-বৃষ্টি কৃষি খামার'র স্বত্বাধিকারী মোঃ আব্দুল বারী জানান, গত কয়েক বছর ধরে অসময়ে ফুলকপির চাষাবাদ করছেন তিনি। শীতকালে এ সব সবজি ব্যাপক মাত্রায় চাষাবাদ হওয়ায় ন্যায্যমূল্য পাওয়া যায় না। বাজারে বিক্রি করতে গেলে দাম না পেয়ে গরু দিয়ে খাওয়াতে হয়। তাই অসময়ে কিছু চাষ করে লাভবান হওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল। ক'বছর আগে তাই পরীক্ষামূলকভাবে কপিবারী শুরু করেন নানা রকমের অসময়ের সবজি চাষ। পাশাপাশি তিনি ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, ধনিয়াপাতা চাষ করেন। এবার তিনি প্রায় সাত বিঘা জমিতে উন্নতমানের ফুলকপি চাষ করেছেন। এক একটা ফুলকপির ওজন প্রায় ৫ থেকে ৬শ' গ্রাম হয়ে গেছে। ফুলকপিগুলো দেখতে শীতকালীন সবজির মত এবং খেতে সুস্বাদু। বাজারে এখন ফুলকপিগুলো বিক্রি হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা দরে। বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা প্রতিদিনই তার জমিতে অসময়ের ফুলকপি দেখতে ভিড় করছে। চাষাবাদের জন্য পরামর্শ চাচ্ছেন। তিনিও সবাইকে চাষ কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথমে ১০ কাঠা জমি নিয়ে খামার শুরু করেন আব্দুল বারী। এর পর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তার। একের পর এক কৃষিতে তিনি লাভবান হয়েছেন। তবে অসময়ে নানা সবজি চাষ করেই তিনি বেশি লাভবান। বর্তমানে তিনি বাউকুল, থাই পেয়ারা, লিচু, ধনেপাতা, অন্যান্য সবজি, আগাম ৩০ বিঘা কপিসহ ৬৫ বিঘা জমিতে চাষাবাদ করছেন।

কপিবারী অসময়ে নানা সবজি চাষাবাদের জন্য স্থানীয় কৃষি অফিসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সম্মাননা ও বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন। কপি চাষ করে এখন তিনি স্বাবলম্বী। সংসারের অভাব কাটিয়ে আলোর মুখ দেখছেন। তার খামারে প্রতিদিন প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন শ্রমিক কাজ করেছে। এর মধ্যে ১২ জন নারী শ্রমিক এবং সাতজন প্রতিবন্ধী শ্রমিক রয়েছে।

কপিবারী অভিযোগের সুরে বলেন, বীজ বিক্রেতারা তাদের ইচ্ছে মাফিক কখনো-কখনো বীজের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সাত হাজার টাকা কেজির বীজ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করে। আবার মাঝে মধ্যে সার-বিষের কারণে নানা সমস্যাতে পড়তে হয়। অপর দিকে রয়েছে ভেজাল সার ও কীটনাশক।

বাংলাদেশ কৃষক সমবায় সমিতির যুগ্ম আহবায়ক সিদ্দিকুর রহমান ময়েজ, রাজশাহী কৃষি গবেষণা পরিষদের সম্পাদক, কৃষিবিদ ড. মাহাবুবে আলম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক ড. এম মনজুর হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান অবহাওয়ায় কপি চাষ কঠিন। এ সময় ২৫ থেকে ৩৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকে। বিশেষ করে ফুলকপির ফুল শীত ছাড়া হয় না। কৃষক বারী নিশ্চয় এমন কোনো প্রযুক্তি জানে যার মাধ্যমে তিনি অসময়ে ফুলকপি চাষ করে কৃষির ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির নজির স্থাপন করেছেন।